এক পৃষ্ঠায় "ঘৃণার প্রতি প্ররোচনা" সংক্রান্ত তথ্য

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

<u>আইনী কাঠামো:</u>

ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিকাল রাইটস (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারনামা) (ICCPR)-এর আর্টিকেল ২০ , অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত আছে যে "বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার প্ররোচনা দেয় এমন যেকোনো জাতীয়, বর্ণগত বা ধর্মীয় ঘৃণা প্রচার করা আইনত নিষিদ্ধ হবে"।

<u>সংজ্ঞাসমূহ:</u>

- **'ঘৃণা' (হেইট্রেড)** ও **'শত্রুতা' (হস্টিলিটি)** বলতে বোঝায় কোন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি নিন্দা, বৈরিতা ও চরম অপছন্দ হওয়ার তীব্র ও অযৌক্তিক আবেগ পোষণ করা;
- **'প্রচার' (অ্যাডভোকেসি)** বলতে বোঝায় কোন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা ছড়ানোর উদ্দেশ্য থাকা; এবং
- **'প্ররোচনা' (ইনসাইটমেন্ট)** বলতে বোঝায় জাতীয়, বর্ণগত বা ধর্মীয় গ্রুপ সংক্রান্ত বিবৃতি (স্টেটমেন্ট) যা ঐসব গোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার সম্ভাব্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

<u>সীমারেখা (থ্রেশহোল্ড) যাচাই করা:</u>

ICCPR-এর আর্টিকেল 20 অনুযায়ী একটি বিস্তৃত সীমারেখা দরকার যাতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্বিত না হয়। রাবাত প্ল্যান অফ অ্যাকশন(A/HRC/22/17/Add.4, পরিশিষ্ট, অ্যাপেন্ডিক্স) এর পরামর্শ মতে কোনো বিবৃতিকে ফৌজদারি অপরাধ (ক্রিমিনাল অফেন্স) হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সীমারেখা যাচাইয়ের নিম্নোল্লিখিত ছয়টি অংশের প্রত্যেকটিকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(1) **প্রেক্ষাপট (কনটেক্সট)**: নির্দিষ্ট কোনো বিবৃতি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার প্ররোচনা দেয় কিনা এবং এটি উদ্দেশ্য এবং/বা সংঘটনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা সেটা বুঝার জন্যে প্রেক্ষাপট যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার সময় প্রদত্ত বক্তব্য যেই সময়ে দেওয়া ও প্রচার করা হয়েছে সেই সময়ের বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোকে বক্তব্যটিকে বিবেচনা করতে হবে;

(2) **বক্তা (স্পিকার)**: সমাজে বক্তার অবস্থান বা মর্যাদা বিবেচনা করতে হবে, বিশেষ করে যাদের প্রতি বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেই শ্রোতাদের প্রসঙ্গ বিবেচনায় নিয়ে বক্তব্য দেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বিবেচনা করতে হবে;

(3) **উদ্দেশ্য (ইন্টেন্ট)**: ICCPR-এর আর্টিকেল 20-এ উদ্দেশ্য থাকার কথা এসেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য শুধু অবহেলা ও বেপরোয়া-ভাবই যথেষ্ট নয় কারণ এখানে বক্তব্য বা ম্যাটেরিয়াল বিতরণ ও সার্কুলেশনের চেয়ে "প্রচার" ও "প্ররোচনা"র প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু, বক্তব্যের বিষয় এবং সেই সাথে শ্রোতার একটি ত্রিভূজ আকৃতির সম্পর্ক সক্রিয় থাকতে হবে;

(4) **বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) ও ধরন (ফর্ম)**: আদালতের বিচারকার্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে প্রদত্ত বক্তব্যের বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) যা প্ররোচনা সৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কন্টেন্ট বিশ্লেষণের আওতায় পড়বে বক্তব্যটি কতখানি উস্কানিমূলক ও সরাসরি ছিলো, সেই সাথে বক্তব্যের ধরন, স্টাইল ও উপস্থাপিত যুক্তির গতি-প্রকৃতি বা যুক্তিসমূহের মধ্যে রক্ষা করা ভারসাম্য;

(5) **প্রদত্ত বক্তব্যের বিস্তার**: বিস্তারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রদত্ত বক্তব্যের ব্যাপ্তি, এর প্রকাশ্য ধরন এবং শ্রোতার বিস্তৃতি ও আকার। অন্য বিবেচ্য উপাদানগুলো হচ্ছে বক্তব্যটি প্রকাশ্যে দেওয়া হয়েছে কিনা, কী ধরনের প্রচারণা ব্যবহার করা হয়েছে যেমন কোনো একটি লিফলেট বা মূলধারার গণমাধ্যম বা ইন্টারনেটে কোনো সম্প্রচার, এর ফ্রিকোয়েন্সি, প্রচারের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি, প্ররোচনার ফলে শ্রোতাদের সাড়া দেওয়ার কোনো পন্থা ছিলো কিনা, বক্তব্যটি (বা কাজটি) কোনো সীমিত পরিসরে সম্প্রচার সার্কুলেট করা হয়েছে নাকি তা জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত; এবং

(6) **সম্ভাব্যতা (লাইকলিহুড), আসন্নতা (ইমিনেন্স) সহ**: সংজ্ঞা মতে প্ররোচনা একটি অপরিণত অপরাধ। প্ররোচনামূলক বক্তব্যকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বক্তব্যে উল্লিখিত কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে এমন কোনো প্রয়োজন নেই। তবে, ক্ষতি করার মত ঝুঁকির কিছু দিক শনাক্ত করতে হবে। এর মানে হলো আদালতকে নির্ধারণ করতে হবে যে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সত্যিকার কার্যসাধনের প্ররোচনা সৃষ্টি করতে প্রদত্ত বক্তব্যটির সফল হওয়ার যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ছিলো এবং যা এই ধরনের কার্যটি সরাসরি প্রভাবে সংঘটিত হতো।

রাবাত প্ল্যানে উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ICCPR-এর আর্টিকেল 20 অনুযায়ী সীমারেখা পূর্ণ করে এমন ঘটনার হোতাদের বিচার বা শাস্তি হয় না। অপর দিকে, প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতন করা হয় যার প্রভাব অন্যদের উপরে গিয়েও পড়ে আর এটা করা হয় অস্পষ্ট পারিবারিক আইন, দর্শন ও নীতির অপব্যবহারের মাধ্যমে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের উচিত ঘৃণার উদ্রেক করে এমন কোনো কিছু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা, তাছাড়া তাদেরকেও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে শক্তভাবে ও তৎক্ষণাৎ কথা বলতে হবে এবং সবাইকে স্পষ্টভাবে এটা বোঝাতে হবে যে ঘৃণার প্রতি প্ররোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহিংসতাকে কখনও সহ্য করা হবে না। (আরও দেখুন "18কমিটমেন্টসঅনফেইথফররাইটস")।